দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

06

শিক্ষাঙ্গন

বস্তি শিশুদের শিক্ষা 'অন্বেষা' একটি প্রেরণা

পেটে যে শিশুর ভাত নেই, পরনে নেই কাপড়, আবাস যার নোংরা বস্তিতে, দু'মুঠো আহারের জন্য যে শিশুকে সংগ্রাম করতে হয় প্রতিনিয়ত তার পড়ালেখার ব্যাপারে অনেকেই নাক সিটকাবেন জানি। কিন্তু শিক্ষা যদি অধিকার হয়, তবে তা অর্জনের সুযোগ এ শিশুরও রয়েছে। কথা উঠতে পারে সরকার প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগের কথা। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশে একরকম বিনামূল্যেই হচ্ছে। দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ আছে এবং তা সকলের জন্য উন্মুক্তও বটে। কিন্তু কথা থেকে যায়— এ সুযোগ কতজন পাচ্ছে এবং তা খেটে খাওয়া পিতামাতার সন্তানদের জন্য কতোটা উপযোগী।

এক জরিপে দেখা গেছে যে, সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে মাত্র শতকরা ৫৪ জন। তাছাড়া দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা পেতে যে শিশুরা শ্রম বিক্রি করছে তাদের পড়ালেখার সুযোগ এসব বিদ্যালয়গুলো মোটেও দিতে পারছে না। পারছে না এজন্য যে, এসব বিদ্যালয়ে যখন পড়াশুনা চলে, তখন শিশু শ্রমিকরা থাকে উপার্জনে ব্যস্ত। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি তাদের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। এছাড়া আরেকটি ব্যাপার নেহায়েত অবহেলার নয়। তা হচ্ছে মানসিক অবস্থান। আজকাল ধনীর সন্তানরা কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা লাভ করলেও অধিকাংশ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রী।

এদের সাথে সমাজের সর্বাপেক্ষা নীচু শ্রেণীর অর্থাৎ কর্মজীবী মানুষের সন্তানেরা কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না। অর্থনৈতিক কারণে তাদের মন মানসিকতা, পোশাক-আশাক ও চলাফেরায় থাকে বিস্তর ব্যবধান। রিক্সা ও ঠেলাগাড়ী চালক, দিনমজুর, কুলি, দারোয়ান বা গৃহ পরিচারিকার সন্তানদের শিক্ষা লাভ আজো স্বপ্নের ব্যাপার। শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে কেউ কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন কখনো কখনো। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বা সামাজিক সহযোগিতার অভাবে এসব উদ্যোগ প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে।

তবু সফল দু'একটা উদ্যোগ যে নেই, এমন নয়। এরকমই একটা সফল উদ্যোগ চয়নিকা বিদ্যাপীঠ, যা কেবল বঞ্চিতদের জন্য। সমাজের অন্য কোথাও যাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই এরূপ একদল বস্তিবাসী শিশু এখানে অর্জন করছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা।

ঢাকা পুরানো পল্টনের একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমাজ কল্যাণ সংগঠন 'অন্বেষা'-এর উদ্যোক্তা। আজ থেকে প্রায় ৯ বছর আগে সমাজ সেবায় মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু সংখ্যক কল্যাণমুখী যুবকের সমাজ সেবার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সংগঠনটির সৃষ্টি হয়েছিল।

পুরানা পল্টনে অবস্থিত এ বিদ্যাপীঠে নিকটবর্তী বস্তি এলাকার ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে বিগত ১৯৭৮ সাল থেকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা মোট ৫৩০ জন। মিসেস শাহানা আজিজ নামে এলাকার জনৈক মহিলা এ বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজের অর্থ ব্যয়ে এ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং পরিচালনা করছেন নিজেই। অবশ্য পরবর্তীতে এলাকার আরো কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। টিনের চালায় নির্মিত এ বিদ্যালয়টির বর্তমান দশা খুবই করুন। একটু বৃষ্টি হলেই চালার অসংখ্য ছিদ্র পথে পানি পড়ে ঘরের মেঝেতে। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য রয়েছে ভাংগা চেয়ার, বেঞ্চ বা পিড়ি। অধিকাংশ আসনের নীচে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে ইট।

এমনি প্রতিকূল পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীতে বর্তমানে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে। এ স্কুলের সব ছেলেমেয়েই জীবিকার জন্য কোন না কোন কাজ করে থাকে। তাই কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে প্রতিদিন দুপুর ২-০০টা থেকে বিকাল ৫-৩০মিঃ পর্যন্ত তাদের ক্লাস নেয়া হয়। শুক্র ও শনি সাপ্তাহিক ছুটি।

মোট আটজন শিক্ষক এখানে শিক্ষাদান করেন যাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে। শিক্ষকদের যদি কিছু সম্মানী দেয়া যেতো তবে তারা হয়তো আরও বেশী সময় দিতে পারতেন। উল্লেখ্য, শিক্ষকদের প্রত্যেকেরই জীবিকার জন্য অন্য পেশার উপর নির্ভর করতে হয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অজ্ঞতা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। দেশকে অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে তাই এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে। পাশাপাশি সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে বিত্তবানদের। আর এ ক্ষেত্রে অন্বেষার মতো সমাজ সংগঠনের দৃষ্টান্ত সকলের অনুপ্রেরণার উৎস হোক— এটাই আমাদের কাম্য।

—মোঃ আনোয়ার হোসেন